দৈনিক বাংলা

তারিখ ...29 SEP 1990...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

02

উচ্চ শিক্ষা ঃ ভর্তির আশায় ছাত্ররা এখন কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকছে

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

উচ্চশিক্ষায় ইপ্সিত বিষয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমেই কোচিং 'সেন্টার' এবং গাইড বইয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন। আর এর সুযোগ নিয়ে রাজধানীতে আকর্ষণীয় নামে অসংখ্য কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপনে 'ভর্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়' ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করে মোটা টাকার বিনিময়ে এসব কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে।

পাশাপাশি বাজারে বের হয়েছে 'সিওর সাকসেস' মার্কা হরেক রকমের গাইডবই। শিক্ষার্থীরা এসব গাইডবইও বেশ দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছেন।

ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণেই যথেষ্ট ভাল রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এখন কোচিং সেন্টার এবং গাইডবইয়ের

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

উচ্চ শিক্ষা ঃ ভর্তির আশায়

(প্রথম পৃঃ পর)

ওপর নির্ভরশীল।

১৯৯০ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার ইত্যাদিতে ভর্তির জন্যে গত মাস থেকে কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। একটি জাতীয় দৈনিকে একদিনে এ ধরনের ২১টি কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। শুধু পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞাপন নয় অনেক সড়কের মোড়ে কোচিং সেন্টারের ব্যানার টানানো হয়েছে। দেয়ালে সাটা হয়েছে পোস্টার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থী পিছু এককালীন নীচে আটশ টাকা থেকে সর্বোচ্চ দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত 'ফি' নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোচিং-এর জন্যে 'ফি' কিছুটা কম। আটশ' থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচারের জন্য 'ফি' নেয়া হয় বেশি। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা।

এসব কোচিং সেন্টার সূত্রে জানানো হয়, সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ক্লাস নেয়া হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এসব কেন্দ্রে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের 'কোচিং' দেয়া হবে।

মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র-ছাত্রীরাই এসব কোচিং সেন্টার পরিচালনা করেন। তবে কোন কোন মেডিক্যাল বিষয়ক কোচিং সেন্টারের সঙ্গে ডাক্তার এবং মেডিক্যাল শিক্ষকও জড়িত। তেমনিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক একটি কোচিং সেন্টারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষকও পাঠদানে অংশ নিয়ে থাকেন বলে জানা যায়। অনেকেই পেশা-দারীভাবে বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কোচিং সেন্টার পরিচালনা করে আসছেন।

এসব কোচিং-সেন্টার গড়ে উঠেছে কোথাও বড় আবাসিক বাড়ির ভেতর। আবার কোথাও আলাদাভাবে বাড়ী-ভাড়া নিয়ে। প্রতিটি কেন্দ্রেরই রয়েছে টেলিফোন। কোন কোন কোচিং সেন্টারের রাজধানীতে পাঁচটি পর্যন্ত শাখা রয়েছে। কোনটির দূরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের আনা নেয়ার জন্য নিজস্ব মাইক্রোবাস পর্যন্ত আছে।

কোচিং সেন্টারগুলোর নামও বেশ আকর্ষণীয়। যেমনঃ 'ক্লাসিক, ওপসনিন, নিউরণ, মাইক্রোস্টার, জ্ঞান অন্বেষণ, বীকন, রেটিনা, কনক্রীট, ফোকাস, প্রিজম, সানরাইস', ইত্যাদি কোচিং সেন্টারগুলোতে দুই থেকে তিন শিফটে ক্লাস হয়।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নয়, রাজধানীর নামী কলেজগুলোতে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির জন্যেও বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই এসব কোচিং সেন্টার চালু হয়।

নামী কলেজগুলোতে 'ভর্তির নিশ্চয়তা' দিয়ে বাজারে অসংখ্য গাইডবই বেরিয়েছে। এগুলোর দাম বিশ থেকে একশ' টাকা পর্যন্ত। গাইডবইয়ের নামও বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরনের। যেমন ঃ এডভাইস, ভয়েজার, রেটিনা, বিকল্প, নিহারীকা, ইত্যাদি।

বৃহস্পতিবার ঢাকা কলেজের সামনে অসংখ্য ভর্তিচ্ছু ছাত্রকে গাইডবই কিনতে দেখা যায়।